মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সূচীপত্র

মাদ্রাসার
পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১২১

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

وراء النصاب الدراسي للمدارس الدينية

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

রজব ১৪৪২ হি./ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ফেব্রুয়ারী ২০২১

২য় প্রকাশ

রামাযান ১৪৪২ হি./বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/এপ্রিল ২০২১

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া

১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র

MADRASAHR PATTHO BOI SOMUHER ONTORALE (Behind the Syllabus of Madrasah Education) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৭
মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে	১১
এক. ব্রেলভী আক্বীদা	১১
(১) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা	১২
(২) নবী ও আউলিয়াদের বিষয়ে ভ্রান্ত আক্বীদা	১২
(৩) নবী ও আউলিয়াগণ মরেন না	১৩
(৪) নবী ও আউলিয়াগণ স্ব স্ব কবরে রক্ত-মাংসের দেহে জীবিত	১৩
(৫) নবী ও পীর-আউলিয়াগণ গায়েব জানেন	১৪
(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের নবী ছিলেন	১৪
(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বত্র হাযির-নাযির	১৫
দুই. দেউবন্দী আক্বীদা	১৬
(১) ওয়াহদাতুল ওজূদ বা অদ্বৈতবাদী দর্শনে বিশ্বাস	১৬
(২) আল্লাহ্র গুণাবলীর ভুল ব্যাখ্যা	১৮
(৩) মৃত ব্যক্তিদের অসীলায় মুক্তি কামনা	১৯
(৪) নেককার ব্যক্তিদের রূহ মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে ফিরে আসে	২১
(৫) সৎলোকদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি	২১
(৬) নবী-অলীদের কবরের নিকট মুরাক্বাবা করা	২২
(৭) স্বপ্নে পাওয়া তাবলীগ	২৩
(৮) বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী তাবাররুক সমূহ	২৫
(৯) নূরে মুহাম্মাদীর আক্বীদা	২৫
(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন	২৬
(১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছেন	২৬
(১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সবচাইতে বড় ইবাদত	২৭
ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী	
(১) আমার বাংলা বই	৩১
(২) ENGLISH FOR TODAY	৪৭

(৩) গণিত ৪৮
(৪) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ৫০
(৫) আকাইদ ও ফিকহ ৫১
(৬) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ্ ৫৫

ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী

(১) আমার বাংলা বই ৫৭
(২) ENGLISH FOR TODAY ৬৩
(৩) গণিত ৬৫
(৪) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ৬৬
(৫) আকাইদ ও ফিকহ ৬৭
(৬) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ৭৪

ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণী

(১) আমার বাংলা বই ৭৫
(২) ENGLISH FOR TODAY ৮২
(৩) গণিত ৮২
(৪) বিজ্ঞান ৮৩
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৮৪
(৬) আকাইদ ও ফিকহ ৮৭
(৭) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ৯২

ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণী

(১) আমার বাংলা বই ৯৩
(২) ENGLISH FOR TODAY ৯৯
(৩) গণিত ১০০
(৪) বিজ্ঞান ১০১
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ১০১
(৬) আকাইদ ও ফিকহ ১০৩
(৭) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ১০৯

ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী

(১) আমার বাংলা বই ১১০
(২) ENGLISH FOR TODAY ১১৬

(৩) গণিত ১১৯
(৪) বিজ্ঞান ১২১
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ১২২
(৬) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১২৫
(৭) আকাইদ ও ফিকহ ১২৫
(৮) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ১৩৮

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণী

(১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১৩৯
(২) আল আকায়েদ ওয়াল ফিক্‌হ ১৪০
(৩) আললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তিসালিয়্যাহ ১৪১
(৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ১৪২
(৫) চারুপাঠ ১৪৩
(৬) বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি ১৪৫
(৭) ENGLISH FOR TODAY ১৪৭
(৮) গণিত ১৪৮
(৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ১৫০
(১০) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ১৫২
(১১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১৫৪

দাখিল সপ্তম শ্রেণী

(১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১৫৫
(২) আকাইদ ও ফিকহ ১৫৭
(৩) আল্‌লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তেসালিয়া ১৭৩
(৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ১৭৫
(৫) সপ্তবর্ণা ১৭৬
(৬) বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি ১৯০
(৭) ENGLISH FOR TODAY ১৯২
(৮) বিজ্ঞান ১৯৩
(৯) কৃষিশিক্ষা ১৯৫
(১০) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ১৯৬

দাখিল অষ্টম শ্রেণী

(১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১৯৭
(২) আকাইদ ও ফিকহ ২০১
(৩) আলললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তিসালিয়্যাহ ২১৩
(৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ২১৫
(৫) সাহিত্য কণিকা ২১৫
(৬) ENGLISH FOR TODAY ২২৬
(৭) ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION ২২৬
(৮) গণিত ২২৭
(৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ২২৮

দাখিল নবম-দশম শ্রেণী

(১) হাদিস শরিফ ২৩২
(২) আকাইদ ও ফিকহ ২৫২
(৩) اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْاِتِّصَالِيَّةُ ২৫৭
(৪) বাংলা সাহিত্য ২৫৯
(৫) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ২৬৩
(৬) ENGLISH FOR TODAY ২৬৩
(৭) গণিত ২৬৪
(৮) পাঠ্যপুস্তকে ‘বিবর্তনবাদ’ (বিজ্ঞান) ২৬৬
(৯) পদার্থ বিজ্ঞান ২৬৭
(১০) জীববিজ্ঞান ২৬৯

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণী

(১) সাহিত্য পাঠ ২৭১
(২) اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْاِتِّصَالِيَّةُ لِلْعَالِمِ ২৭৪
(৩) জীববিজ্ঞান (২য় পত্র) ২৭৯
(৪) সমাজ বিজ্ঞান (১ম পত্র) ২৮১
ইসলাম উৎখাতের ষড়যন্ত্র ২৮২
উপসংহার ২৮৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সবচেয়ে বড় সহায়ক হ'ল 'শিক্ষাব্যবস্থা'। গোলামী যুগে ইংরেজরা ঠিক এখানেই হাত দিয়েছিল। তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল এই মর্মে যে, এর মাধ্যমে এ দেশের মানুষ রক্তে-মাংসে ভারতীয় থাকলেও মন-মানসিকতায় হবে ইংরেজ'। সেই লক্ষ্যে তারা প্রথমে শিক্ষাব্যবস্থাকে 'সাধারণ শিক্ষা' ও 'ইসলামী শিক্ষা' নামে দু'টি ধারায় ভাগ করে। অতঃপর সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তারা ইসলামকে মুক্ত করে। যদিও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামের যৎসামান্য শিক্ষা বজায় রাখে।

অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৭ শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য লিখিত বাংলাদেশ স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' বইয়ের ১১৫ পৃষ্ঠায় 'মযহাবের পার্থক্যের কারণ' শীর্ষক আলোচনার শেষ দিকে 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে বলা হয়, 'কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের অনুসারী মুসলমানদিগকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলা হয়। উল্লেখিত চারিটি মযহাব (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) কেয়াস ও রায় অর্থাৎ যুক্তি ও ব্যক্তিগত অভিমতের যথেষ্ট সাহায্য লওয়া হইয়াছে বলিয়া কিছুসংখ্যক ফকীহ ঐ সকল মযহাবের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন এবং হাদীসের উপর অধিকতর নির্ভরশীল মত প্রকাশ করেন। ফলে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে 'আহলুল-হাদীস' নামে পঞ্চম আর একটি দলের উদ্ভব হয়। এই দলের ইমামের নাম ইয়াহইয়া ইবনে আক্ছাম (মৃ. ২৪২ হি.) ও দাঊদ ইবনে আলী ইসফাহানী'। অতঃপর অনুশীলনীতে প্রশ্ন রাখা হয়, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত কাহারা? আহলুল হাদীসের সাথে তাঁহাদের বিভেদ কিসের?'

এতে ইঙ্গিতে বুঝানো হ'ল যেন আহলেহাদীছরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহির্ভূত কোন দল। অতএব তাদের সঙ্গে বিভেদ বা বিরোধটা কি, সেটাই এখন ঐ নবীন শিক্ষার্থীকে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে। যাদের মাথায় এখনো আহলেহাদীছ-হানাফীর কোন চিন্তাই ঢোকেনি।

১৯৭৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক আরাফাতের ২০/৪৮ সংখ্যায় বোর্ডের উক্ত ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে 'আবিষ্কার বটে!' শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। অতঃপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র লিখিত ও মৌখিক প্রতিবাদ ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বইয়ের বিভিন্ন স্থানে আমাদের দেওয়া মোট ২৩টি সংশোধনীর মধ্যে কেবল উপরোক্ত দু'টি বিষয়ে সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। যা ১৯৮১ সালের জুন সংস্করণে যুক্ত হয়। তাতে আমাদের দেওয়া সংশোধনীর মোটামুটি ভাবটা প্রকাশ পায়।[১] যদিও বাস্তবে শিখানো হয় কেবল হানাফী মাযহাব।

সরকারী শিক্ষাবোর্ড একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সর্বদা আহলেহাদীছের আক্বীদা-বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করা হয়। যে চেষ্টা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে সমভাবে অব্যাহত রয়েছে। ভাবখানা এই, যেন বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ' বলে কোন মুসলমানই নেই। অথচ তাদের সংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক তিন কোটি।

বাংলা বিশ্বকোষেও একইরূপ সংকীর্ণতা স্থান পেয়েছে। যেমন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত এবং নওরোজ কিতাবিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণ বাংলা বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড ২৭৫ পৃষ্ঠায় আহলেহাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'আহলে হাদীস 'আরবী'। মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা মহানবীর (সঃ) হাদীসের উপর আমল করাকে কুরআনের উপর আমলের সমমর্যাদা দান করেন। চারি মযহাবের কোন ইমামের অনুসরণ না করিয়া হাদীসের উপর আমল করেন। যে হাদীসের সনদ মহানবী (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছে, উহাকেই তাহারা পছন্দ করেন; ইহার শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে উৎসাহী নন। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালেক প্রত্যেকটি হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া গ্রহণ করিতেন। যদি কুরআনের কোন আয়াতের ইংগিতে কোন হাদীসের বিরোধী অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কুরআনের উপরেই আমল করিতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ সকল প্রকার হাদীস গ্রহণে আগ্রহান্বিত। কোন হাদীস বিখ্যাত না হইলেও এবং বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার সকল শর্ত পূরণ না হইলেও তাঁহারা হাদীসকে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন। একই অর্থে আরবী আহলুল হাদীস ও আসহাবুল হাদীস কথা দুইটিও ব্যবহৃত হয়'।

---

১. দ্রষ্টব্য : ঢাকা, সাপ্তাহিক আরাফাত 'আবিষ্কার বটে!' ২০/৪৮ সংখ্যা, ৪/৯/১৯৭৮ খৃ. এবং 'ধন্যবাদ কিন্তু'- ২৪/১৪-১৫ দুই কিস্তি ১৯/৭/১৯৮২ ও ২/৮/১৯৮২।

প্রকাশ থাকে যে, এই বিশ্বকোষ রচয়িতা, সম্পাদনা পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, নিবন্ধকার, অনুবাদক, সংশোধক ও সহায়কদের সংখ্যা প্রায় সোয়াশো'। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সর্বজনমান্য আলেমও ছিলেন। তাই আহলেহাদীছ সম্পর্কে না জেনে তাঁরা এরূপ ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা। আহলেহাদীছগণ হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করেন কি না, একথা সাত সমুদ্র তের নদী পারের এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামের[২] লণ্ডনের পণ্ডিতগণ জানতে পারলেন, অথচ ঘরের পণ্ডিতগণ তা জানতে পারলেন না। এতে কেবল বিস্ময়েরই উদ্রেক হয় না, বরং তাদের পাণ্ডিত্যের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে। আমরা মনে করি, এটা আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচারের একটি অংশ। দেশের শিক্ষিত ও নব্যশিক্ষিত তরুণদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করাই এ অপপ্রচারের লক্ষ্য। নবীন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আহলেহাদীছ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে সুপরিকল্পিতভাবে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এর অবসান চাই।

বলাবাহুল্য, সরকারী শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাস লেখকগণ ইসলামকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সামনে একটা পরস্পর বিরোধী ধর্মরূপে পেশ করেছেন। যাতে তারা বড় হয়ে ইসলাম থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে। একইভাবে বিশ্বকোষ লেখকদের মত উচ্চ পর্যায়ের পণ্ডিতগণও আহলেহাদীছ সম্পর্কে হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রচার ও প্রকাশনা এবং সার্বিক তৎপরতা প্রধানতঃ হানাফী মাযহাব কেন্দ্রিক। অতএব সত্যসন্ধানী পাঠকদেরকে এসব বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

আলিয়া মাদ্রাসাগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায়। কিন্তু কওমী মাদ্রাসাগুলি বঞ্চিত হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিগত ৪ঠা নভেম্বর ২০১৮ তারিখে দেউবন্দী ধারার ৬টি বেসরকারী মাদ্রাসা বোর্ডের সর্বোচ্চ শ্রেণীকে মাস্টার্সের মান দিয়ে সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা, যা আহলেহাদীছগণ অনুসরণ করে থাকেন, তা সকল যুগেই অবহেলিত রয়েছে।

---

২. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম (লাইডেন, ব্রিল : ১৯৬০) ১/২৫৯ পৃ.।